যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

তাহিরপুরে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে সাফল্য

তাহিরপুর প্রতিনিধি

তাহিরপুরে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামে সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ইসলামী ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দু'বছরের গোড়াতেই পাওয়া গেছে বিরাট সাফল্য। তাহিরপুরে হাওরাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী দুর্গম গ্রামগুলোতে পরিচালিত এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী এবং বিদ্যালয়মুখী করে তুলছে বলে জানা গেছে।

২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ'র বাস্তবায়নে তাহিরপুরে ১৮টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে ৫৪০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। এক বছর পর ৫৪০ জন শিক্ষার্থীকে সনদপত্র দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ২০০৭ সালে আরও ৮টি কেন্দ্র বৃদ্ধি করে মোট ২৪টি কেন্দ্রে উপজেলার দুর্গম টিলা ও হাওরাঞ্চলের ২৪টি গ্রামে ৪-৬ বছর বয়সী ৩০ জন করে শিশু নিয়ে আবারও চালু করা হয় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। এতে বর্তমানে মোট ৭২০ জন শিশুকে বাংলা, ইংরেজি, অংক ও আরবি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রতিদিন। শিশুরা প্রতিদিন বেলা দশটায় বই প্লেট নিয়ে উপস্থিত হয় মসজিদ পার্শ্ববর্তী মক্তবঘরে শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে। বেলা ১২ টায় দেয়া হয় ছুটি। সম্প্রতি মাহারাম টিলায় অবস্থিত একটি মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে সরেজমিনে গিয়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায় শিশু শিক্ষার্থীরা লিখতে, পড়তে ও আবৃত্তি করে বলতে পারে। কেন্দ্রে ৫ বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, মুছলিমা খাতুন তারা নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে শিখেছে, বই পড়তে পারে আবার আবৃত্তি করে বলতেও পারে। কেন্দ্রের শিক্ষক মাওলানা মোঃ আমিন উদ্দিন (৩৮) জানান, কেন্দ্র থেকেই শিশুদের বিনা মূল্যে বই, প্লেট, চক দেয়া হয়, নেয়া হয় না কোন বেতন। শিশু

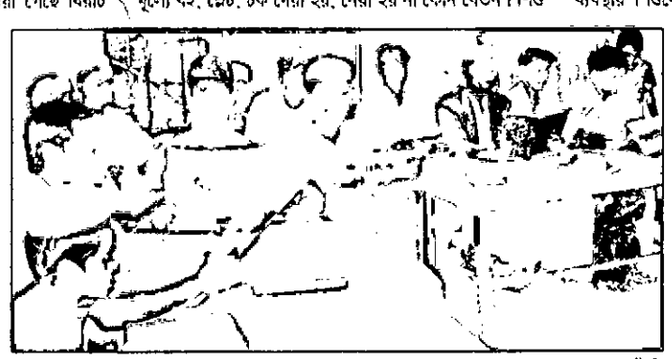

যুগান্তর

তাহিরপুর বাদাঘাট মডেল রিসোর্স সেন্টারে এভাবেই প্রতিদিন বই ও পত্রিকা পড়ে পাঠকরা

শিক্ষার্থীর অভিভাবক আব্দুছ ছালাম (৪০) বললেন, এখানে যদি শিক্ষা কেন্দ্র চালু না হতো তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযোগী বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশুরা হয়তো খেলাধুলা না হয় দুষ্টুমি করেই সময় কাটাত। উপজেলার উওরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের সভাপতি প্রধান শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দীকের মতে, যদি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় তাহলে সীমান্তবর্তী এবং হাওরাঞ্চলখ্যাত তাহিরপুরে শিক্ষার আলো থেকে ঝরেপড়া শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পাবে শিক্ষার সুযোগ। গৃহিণী মনোয়ারা আজাদের মতে, প্রাক-প্রাথমিক এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি শিশুদের মাদ্রাসা কিংবা বিদ্যালয়মুখী হতে আগ্রহ করে তুলছে। তাহিরপুর উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার মিফতাহ উদ্দিন শস্তর জানান, বর্তমানে উপজেলায় আরও ২৫টি কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৭৫ জন। তিনি আরও জানান উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কেন্দ্র বৃদ্ধির জন্য আবেদন আসছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং কেন্দ্র বৃদ্ধির আশ্বাস পাওয়া গেছে। কোরআন শিক্ষা আর মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০০৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ'র তত্ত্বাবধানে চালু করা হয়েছে তাহিরপুর বাদাঘাট মডেল রিসোর্স সেন্টার। মডেল কোয়ারটেকার আবদুল হান্নান জানান, এখানে প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বিভিন্ন বই-পুস্তক ও ২টি জাতীয় দৈনিক এবং ১টি সিলেটের আঞ্চলিক পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ মাহবুব খান-ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বললেন, ঝরেপড়া প্রবণতার শিকার সাধারণ পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা উপকৃত হচ্ছে